ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ৮ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	: ১১ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ।। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১
সময়	: সকাল ১১.৩০ টা
স্থান	: হলরুম, ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

সভায় উপস্থিতির তালিকা **পরিশিষ্ট "ক"**

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুন হলরুমে সবাইকে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানান। এই হলরুম সবার জন্য বিরাট এক প্রাপ্তি হিসেবে ইহা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য সভাপতি ধন্যবাদ জানান।

সভাপতি বলেন, ২০০৫ সালে গুলশান সেন্টার পয়েন্ট ভবনের মাত্র ২৫% শতাংশ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এবং ৭৫% শতাংশ ইউনাইটেড গ্রুপ পাবে মর্মে চুক্তি হয়। এই ভবনের চুক্তির সাথে জড়িতদের নিন্দা প্রস্তাব করেন। বনানী মার্কেটসহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সম্পত্তি মাত্র ২৫%/৩০% রেখে চুক্তি হয়েছে, যা মোটেও কাম্য না। যদি সুযোগ থাকে এ বিষয়ে আইনী লড়াইয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন।

তিনি বলেন, ডিএনসিসি'র বর্ধিত অঞ্চলসমূহের অফিস আগামী ১লা ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে। সরকারি হিসেব মতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিসের জন্য মাত্র ১৪০০ বর্গফুট বরাদ্দ। কিন্তু ১৪০০ বর্গফুটে আঞ্চলিক অফিসের বৃহৎ কার্যক্রম চালানো কষ্টকর বিধায় আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ৫০০০ বর্গফুট থেকে ৫৫০০ বর্গফুট আয়তনের অফিস ভাড়া নেয়ার বিষয়ে উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরদের সম্মতি প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, অফিসের জন্য ২০ সেট আসবাবপত্র প্রস্তুত রয়েছে। যে সকল সম্মানিত কাউন্সিলরদের অফিস প্রস্তুত রয়েছে পর্যায়ক্রমে তাদের আসবাবপত্র বুঝে নেয়ার অনুরোধ জানান। এছাড়াও প্রত্যেক কাউন্সিলরদের অফিসে কম্পিউটার সেট ক্রয় করার জন্য ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

সভাপতি বলেন, ডিএনসিসি'র ১১৬টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে জলযট সৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হলেই এইসব স্থানে পানি জমে। পানি প্রবাহের কোন রাস্তা নেই। জলাবদ্ধতা দূরিকরণে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। ডিএনসিসি'র বিভিন্ন এলাকায় "মাস্ক মাস্কিং" এবং "১০টায় ১০ মিনিট প্রতি শনিবার, নিজ নিজ বাসা বাড়ি করি পরিষ্কার" ক্যাম্পেইন সফল করার জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরদের ধন্যবাদ জানান। সভাপতি সম্মানিত কাউন্সিলরদের ক্যাম্পেইনগুলো ১২ মাস চালু রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন প্রথমবারের মতো "মশক নিধন নির্দেশিকা" প্রস্তুত করছে। মশক নিধন কর্মীদের কায়িক পরিশ্রম কমানোর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের প্রস্তুতি চলছে। এলাকাভিত্তিক গাড়িতে করে মশা নিধনে ব্যবহৃত কীটনাশক পৌছানো হবে। প্রত্যেক এলাকায় মশক নিধনে ৪০০×৪০০ গজ ভাগ করে পরিকল্পনা করা হবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করা হবে। পাইলট হিসেবে উত্তরাতে একটি এলাকাতে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। সপ্তাহের এক দিন শুধু মাত্র মশক নিধন কাজে ব্যবহৃত মেশিনগুলো মেরামত এবং পরিষ্কার করা হবে। এছাড়াও সম্মানিত কাউন্সিলরদের মশক নিধন কাজে ব্যবহৃত ০১ (এক)টি মেশিনও অকেজো/নষ্ট না থাকে সে বিষয়ে তদারকি করার জন্য অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, গুলশান বারিধারা এলাকার বর্জ্য নিষ্কাশন যেসকল পাইপ সরাসরি গুলশান ও বারিধারা লেকে দেয়া আছে সেগুলো বন্ধের দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গুলশান ১ ও ২ এর রাস্তায় ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হবে।

তিনি বলেন, ফুটপাথের জন্য বিভিন্ন এলাকায় জোনিং ম্যাপ করা হবে। ১ জন হকারকে সর্বোচ্চ ৩/৪ দিন ব্যবসা করতে দেয়া হবে বিকাল ৪.০০টা থেকে ১০.০০টা পর্যন্ত। একজন হকার ০১ (এক) জায়গায় বসতে পারবে না। ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় বসতে দেয়া হবে। সিটি কর্পোরেশন সর্বনিম্ন একটি চার্জ নিয়ে হকারদের ব্যবসা করতে অনুমতি প্রদান করবে।

সভাপতি প্রত্যেক কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যেক এলাকায় ১টি করে রাস্তা নির্ধারণ করার জন্য। পর্যায়ক্রমে মাসে কমপক্ষে ১ (এক) দিন সকাল ০৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে খেলাধুলা করার জন্য।

তিনি বলেন, ডিএনসিসি'তে নতুন করে ২ লক্ষ রিক্সাকে কিউ.আর. কোডসহ লাইসেন্স দেয়া হবে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য। লাইসেন্স দেয়া হবে লটারির মাধ্যমে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের লাইসেন্সের বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হবে। বরাদ্দ থেকে কাউন্সিলরগণ লাইসেন্স দিতে পারবেন।

তিনি বলেন, উত্তরাতে ইমাম খতিবদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। প্রায় ১ (এক) হাজার জন্য ইমাম খতিব উপস্থিত ছিলেন। এর পর মোহাম্মদপুরে সভা করা হবে। পর্যায়ক্রমে ডিএনসিসির প্রত্যেক এলাকায় ইমাম খতিবদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হবে।

সভাপতি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ছিলো বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন। একনেক এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (CCEA) সভায় বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে প্রস্তাব বিদ্যুৎ বিভাগের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছিল তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ডিএনসিসি'র আমিন বাজারের ল্যান্ডফিলে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

তিনি বলেন, ডিএনসিসি'র বর্ধিত এলাকার জন্য ৪ হাজার ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যার মধ্যে ২২০০ কোটি টাকা জমি অধিগ্রহণের জন্য। সরকার থেকে মাত্র ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আগামী নভেম্বর থেকে নতুন এলাকার ১৮টি ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা হবে। নতুন এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ হবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে।

তিনি বলেন, পুরাতন ৩৬ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের অনকূলে ০৩ (তিন) কোটি টাকা করে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। যার মধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলররা পাবেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভা পরিচালনা করার অনুরোধ জানান।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে ডিএনসিসি'র নতুন হলরুমে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার স্বাগত বক্তব্য শুরু করেন। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণকে নিরলস পরিশ্রম করে জনগণকে সেবা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারাবিশ্বে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ একটি রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে জিডিপিসহ উন্নয়নের সার্বিক সূচক উর্ধ্বমূখী। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মশা নিধনে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাটের উন্নয়নসহ সকল ধরনের কাজে সফল হচ্ছে। "সবার ঢাকা অ্যাপস" জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, মাননীয় মেয়রের সূচিত কর্মসূচি "মাস্ক আমার, সুরক্ষা সবার" বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব সুনামের সাথে উপস্থাপিত হচ্ছে। তিনি বলেন, টিকা কর্মসূচিসহ সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রত্যেকটি কর্মসূচিতে মাননীয় মেয়র স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে ডিএনসিসি'কে রোল মডেলে পরিণত করছেন।সেসব কাজে সম্মানিত কাউন্সিলরগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনসহ সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করছেন।
অতপরঃ নিম্নরূপ এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্যসূচি-১	:	**বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।**
আলোচনা	:	বিগত ১২ জুলাই ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ৭ম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২য় পরিষদের ৭ম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**২য় পরিষদের ৭ম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।**
আলোচনা	:	বিগত ১২ জুলাই ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ৭ম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	বিগত ১২ জুলাই ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ৭ম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**সংসদ ভবন এভিনিউ খেজুর বাগান (ইসলামিয়া আই হসপিটাল) থেকে বিজয় সরনী (এরোপ্লেন মোড়) পর্যন্ত সড়ক "শহীদ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বীক্রম সড়ক" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে কর্নেল নাজমুল হুদা সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে ৮নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর বিক্রম উপাধিত ভূষিত করেন। কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে তিনি শহীদ হন। বিগত ১২/০৯/২০২১ তারিখে ডিএনসিসি'র সড়ক/অবকাঠামো নামকরণ উপকমিটির সভায় সংসদ ভবন এভিনিউ খেজুর বাগান (ইসলামিয়া আই হসপিটাল) থেকে বিজয় সরনী (এরোপ্লেন মোড়) পর্যন্ত সড়ক "শহীদ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বীক্রম সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	সংসদ ভবন এভিনিউ খেজুর বাগান (ইসলামিয়া আই হসপিটাল) থেকে বিজয় সরনী (এরোপ্লেন মোড়) পর্যন্ত সড়ক "শহীদ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বীক্রম সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**২৩ নং ওয়ার্ড খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ার ৬নং সড়কটি (হোল্ডিং নং-১৩২১ হতে হোল্ডিং নং ১২৮০ হয়ে ১২৬৬ পর্যন্ত) "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর সড়ক" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান, বিগত ১৯/০৯/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২৬ তম কর্পোরেশন সভায় "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর সড়ক" নামকরণের বিষয়টি উত্থাপিত হলে সড়কটির প্রস্তাবনার বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন ও বিস্তারিত তথ্যাদি বিবেচনা পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট উপকমিটি গঠন করা হয়। গঠিত উপকমিটির সভা গত ০৮/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটি ২৩ নং ওয়ার্ড খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ার ৬নং সড়কটি (হোল্ডিং নং-১৩২১ হতে হোল্ডিং নং

		১২৮০ হয়ে ১২৬৬ পর্যন্ত) "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর সড়ক" নামে নামকরণের সুপারিশসহ কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
সিদ্ধান্ত	:	২৩ নং ওয়ার্ড খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ার ৬নং সড়কটি (হোল্ডিং নং-১৩২১ হতে হোল্ডিং নং ১২৮০ হয়ে ১২৬৬ পর্যন্ত) "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	:	**ডিএনসিসি'র আওতাধীন গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকার জন্য পুনঃনির্ধারিত খসড়া Rate's Chart অনুমোদন।**
আলোচনা	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জানান, ২য় পরিষদের ৭ম কর্পোরেশন সভায় ডিএনসিসি'র আওতাধীন গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকার জন্য পুনঃনির্ধারণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে ডিএনসিসি'র আওতাধীন গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকার জন্য Rate's Chart নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক খসড়া Rate's Chart প্রণয়ণ করা হয়েছে। পুনঃনির্ধারিত খসড়া Rate's Chart অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।
সিদ্ধান্ত	:	ডিএনসিসি'র আওতাধীন গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকার জন্য পুনঃনির্ধারিত Rate's Chart সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**বিবিধ**
আলোচনা		বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জনাব জামাল মোস্তফা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪ কাউন্সিলরদের অনকূলে ০৩ (তিন) কোটি টাকা করে বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ০৩ (তিন) কোটি টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকার স্থলে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণকে ৫০ লক্ষ টাকা করে ৩ ওয়ার্ডের জন্য ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন, অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির অঞ্চলভিত্তিক সভার সিদ্ধান্ত প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। দেওয়ান আবদুল মান্নান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ বলেন বরাদ্দকৃত টাকা না বলে রোড ভিত্তিক কাজ বলার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, কোন ওয়ার্ডে ১ (এক) কোটি টাকায় কাজ হলে বাড়তি ২ (দুই) কোটি টাকা কেন দেয়া হচ্ছে? টাকা না দিয়ে প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ জাকির হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮ সম্মানিত কাউন্সিলরদের ০৩ (তিন) দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রস্তাব করেন। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩১ বলেন মোহাম্মদপুর আবাসিক এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রদান দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ। আবাসিক এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হলে রাজস্ব আয় বাড়বে। এছাড়ও তিনি ডিএনসিসি'র বড় ওয়ার্ডগুলোতে মশক নিধনে ব্যবহৃত মেশিন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, তার ওয়ার্ডের রাস্তার বেহাল দশা। দ্রুত সংস্কার কাজ করা দরকার। জানাব জাহাঙ্গীর হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫৪ বলেন ডিএনসিসি'র বর্ধিত এলাকার নতুন ১৮টি ওয়ার্ডের রাস্তার অবস্থা নাজুক। রাস্তা সংস্কার এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য আলাদা ০৩ (তিন) কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানান।

		জনাব আবদুল মতিন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-৪১ বলেন, ওয়ার্ডের রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে গেছে। রাস্তায় হাটু পানি জমে আছে। রাবিশ দিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে মেরামত করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি রাস্তা সংস্কার ও জলাবদ্ধতার জন্য বরাদ্দকৃত ১০ লক্ষ টাকা দ্রুত প্রদানের অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ ইসহাক মিয়া, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭, বলেন তার ওয়ার্ডে ০২ (দুই)টি STS আছে। এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কারণে ০১ (এক) টি STS ভাঙ্গা পড়েছে। বাকি ০১ (এক)টি এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কারণে ভাংতে হবে। দ্রুত ০২ (দুই) টি STS এর স্থান নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানান। জনাব আসিফ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৩ বলেন, তার ওয়ার্ডে অবৈধভাবে গরুর ফার্ম গড়ে উঠেছে। গরুর বর্জ্য ফেলে খালগুলো ভরাট করে ফেলা হচ্ছে। যার কারণে মশার উপদ্রব বেড়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ ও সম্পত্তি বিভাগের সমন্বয়ে টিম গঠন করে অবৈধভাবে গরুর বর্জ্য ফেলে খাল ভরাটকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি তার ওয়ার্ডের মশক নিধনের জন্য মেশিন ও মশার নিধনে ব্যবহৃত কীটনাশক বাড়ানোর অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ ফোরকান আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৮ তার ওয়ার্ডে মশক নিধনে ব্যবহৃত মেশিন বাড়ানো এবং অকেজো মেশিনগুলো দ্রুত রিপেয়ার করার অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ আনিছুর রহমান নাঈম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৯ বলেন, অদ্যাবধি নতুন ওয়ার্ডগুলোর সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি। কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে ট্যাক্স আদায় করলে ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ বাড়বে। তিনি আরও বলেন, সরকারি খাসজমিগুলো অবৈধভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে, এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। জনাব সৈয়দ হাসান নুর ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩২ বলেন, তার ওয়ার্ডে ০৫ টি খেলার মাঠ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এখনো হস্তান্তর করা হয়নি। মাঠগুলোর বেহাল অবস্থা। নানান ধরনের অবৈধ কাজের আস্তানা গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে কোন STS নাই। জায়গা নির্ধারণ করে দেওয়া হলেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ জাইদুল ইসলাম মোল্লা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৬ নতুন ওয়ার্ডগুলোতে দ্রুত জনবল দেয়ার প্রস্তাব করেন। জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫৩ বলেন বিলুপ্ত হরিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের একাউন্টে ৭০ লক্ষ টাকা ছিলো। উক্ত টাকা অদ্যাবধি থেকে থাকলে নতুন ৩/৪টি ওয়ার্ডে টাকাগুলো বন্টনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। নতুন ওয়ার্ডগুলোকে ট্যাক্সের আওতায় আনার জন্য জনবল বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। এছাড়াও ওয়ার্ডে কর্মরত ব্যক্তিগত সচিবদের চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান।

বিবিধ	:	বিবিধ আলোচনায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়		
সিদ্ধান্ত	:	ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		১.	২০২১-২০২২ অর্থবছরে "রাস্তা, ফুটপাথ ও নর্দমা" খাতে সড়ক, ড্রেন, ফুটপাথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে ১-৩৬ নং ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ডে কম/বেশী ৩ (তিন) কোটি টাকা সংস্থান	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

			রেখে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
		২.	নতুন অন্তর্ভুক্ত এলাকার কাউন্সিলরগণ এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ কমার্শিয়াল জায়গা থেকে ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল ৬-১০
		৩.	ডিএনসিসি'তে নতুন করে ২ লক্ষ রিক্সাকে কিউ.আর. কোডসহ লাইসেন্স দেয়া হবে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য। লাইসেন্স দেয়া হবে লটারির মাধ্যমে। সম্মানিত কাউন্সিলরদের জন্য বিশেষ বরাদ্দের সংস্থান থাকবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
		৪.	সম্মানিত কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।	সচিব
		৫.	প্রত্যেক কাউন্সিলরদের অফিসে কম্পিউটার সেট ক্রয় করার জন্য ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা করে প্রদান। সরকারি বিধি অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
		৬.	ডিএনসিসির' আওতাধীন এলাকায় জোনিং ম্যাপ করে সর্বনিম্ন একটি চার্জ নিয়ে সপ্তাহে ৩/৪দিন বিকাল ৪.০০টা থেকে ১০.০০টা পর্যন্ত হকারদের ব্যবসা করতে অনুমতি প্রদান করা হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০-৪৫১

তারিখ: ২২ কার্তিক ২৪২৮ / ৮ অক্টোবর ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ...../সংরক্ষিত আসন নং ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ...ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৮. তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী ..... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১১. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ..... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

২৮/১০/২০২২

মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিকী
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।